ভোরের কাগজ

২/৭/২০০২

ক সংশোধনীতে শেষ হয়ে গেলো ৫৫ জনের চাকরি জীবন

গজ প্রতিবেদক : জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হবে এমন প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ৮ বছর করি করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের ৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী জানতে রলেন আজ নতুন অর্থবছরের শুরুর প্রথম দিন থেকে তারা বেকার হয়ে যাচ্ছেন। রাজস্ব তে তাদের চাকরি আর স্থানান্তর হচ্ছে না। প্রকল্প শেষ হওয়ার মাত্র ১ মাস আগে প্রকল্প লিলে সংশোধন এনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের দীর্ঘ ৮ বছরের চাকরি জীবনের ইতি টেনে য়েছে।

চাকরি হারানোর শোকে এই ৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এখন শোকে মুহ্যমান। রকারি চাকরি গ্রহণের বয়সও আর তাদের নেই। হতভাগ্য এই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিস্ট্যান্ট প্রজেক্টের। ১৯৯৩ সালে শুরু ওয়া প্রজেক্টটি ৮ বছর পর গতকাল ৩০ জুন বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষ হয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব সা'দত হুসাইন ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, সব প্রজেক্ট ষ হওয়ার পরই জনবল নিয়ে সমস্যা হয়। এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। ৫৫ জনের চাকরি বন শেষ এমন অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সময় ল তারা ঠিকই চাকরি পাবেন।

অবশ্যই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে রাজস্ব খাতে তাদের চাকরি ওয়ার আর কোনো বৈধতা নেই।

গত ২১ মে প্রকল্প দলিলে ৩য় সংশোধনী এনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বৈধতা কেড়ে য়েছে। প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন, মন্ত্রণালয় বিধিবহির্ভূতভাবে এই সংশোধনী এনেছে।

৩য় সংশোধনীতে জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হবে না এই মর্মে সংশোধনী আনা য়। অথচ ১৯৯৩ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) নির্বাহী কমিটির সভায় হীত মূল প্রকল্প দলিলে বলা হয়েছিল, 'প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত না পর্যায়ের কর্মকর্তা- ও কর্মচারী এবং পিআইইউ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে য়মিত রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত করা হবে।'

পরে ২০০০ সালে ২য় সংশোধনীতে বলা হয়, 'প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারি প্রচলিত য়ম অনুসরণ করে এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও র্মচারীগণকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা যেতে পারে।'

সূত্র জানায়, প্রকল্প দলিলের এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প শেষ হওয়ার ৬ মাস াগে কর্তৃপক্ষ জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রকল্প র্মকর্তাদের প্রেরিত জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০ মে ধি অনুযায়ী এক সভা আহবান করে। সূত্র জানায়, সভায় উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনিধি উপসচিব (উন্নয়ন) প্রস্তাবটির বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে তা পুনরায় শিক্ষা ন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য বলেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রকল্প দলিলে সংশোধনী আনার এখতিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নই। কারণ সিদ্ধান্তটি একনেকের। সংশোধনী আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী বা একনেকের ভায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, এমন সংশোধনী আসবে জানা থাকলে তারা অন্য স্থায়ী চাকরিতে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। এখন সেই সুযোগ নেই।

এদিকে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার আহবান জানিয়ে প্রকল্পের সকল র্মকর্তা-কর্মচারী প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাবরে আবেদন জানিয়েছেন। তাদের আবেদনে এখনো কেউ সাড়া দেয়নি।